এক নজরে ময়মনসিংহ বন বিভাগ।

বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু শাল (গজারী) বনের আংশিক প্রায় সমতল ভূমি নিয়ে ময়মনসিংহ বন বিভাগ গঠিত। এ অঞ্চলের বনাঞ্চল সমূহ প্রধানত জমিদারদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। এ সকল শাল বন আধুনিক ব্যবস্থাপনার জন্য জমিদারগণ ১৯২৩ সন হতে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হস্তান্তর করেন। ১৯৫০ সনে জারীকৃত জমিদারি উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে ব্যাক্তি মালিকানাধীন বন সমূহের মালিকানা বিলোপ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে আসে।

অত্র ময়মনসিংহ বন বিভাগে মোট বনভূমির পরিমাণ ৭১,০৮৮.২০ একর। সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ২৯,৩৮৬.৩৩ একর এবং ৬,৫৬৬.৩৩ একর ২০ ধারায় ঘোষনার প্রস্তাব ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৪ ও ৬ ধারার মোট বনভূমির পরিমাণ ৪১,৪২৯.৭৯ একর।

বর্তমানে ময়মনসিংহ বন বিভাগের অধিক্ষেত্র ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় বিস্তৃত। এ বন বিভাগের ০৮টি রেঞ্জ, ০৯টি সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এসএফএনটিসি), ২৪টি বিট ও ৪৮টি সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র (এসএফপিসি) কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ময়মনসিংহ বন বিভাগের অধীন শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় অবস্থিত মধুটিলা ইকো-পার্ক ও ভালুকা উপজেলার কাদিগড় জাতীয় উদ্যান প্রকৃতি প্রেমীদের বিনোদনের অভাব পূরণের পাশাপাশি স্থানীয় এলাকাবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও সন্তোষপুর ও হবিরবাড়ী ইকো-পার্ক ঘোষনার প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে শেরপুর জেলায় পাহাড়ী বনাঞ্চলে বন্যহাতির অভায়ারন্য ও চলাচলের করিডোর ঘোষনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিগত ১০/১২ বছরে ময়মনসিংহ বন বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২টি স্টাফ ডরমেটরী ভবন (এনায়েতপুর ও চন্ডিমন্ডপ), ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২টি ক্যাম্প অফিস (কমলাপুর ও তালাব) এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১টি বিট অফিস, ১টি পরিদর্শন বাংলো ও অত্র সহকারী বন সংরক্ষকের কার্যালয়, ভালুকা জোন নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি বছরে রাজস্ব খাতের আওতায় নেত্রকোনায় ১টি স্টাফ ডরমেটরী ও বিভিন্ন অফিসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও উল্লিখিত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিট অফিস, রেঞ্জ অফিস, এসএফএনটিসি অফিস, এসএফপিসি অফিস, সীমানা প্রাচীর, দ্বৈত বন প্রহরীর বাস ভবন, রেস্ট হাউস মেরামত করা হয়েছে এবং সেসাথে ১৫টি গভীর

নলকূপ স্থাপন, সোলার পাওয়ার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে শেরপুরে ৮.০ কি.মি. সোলার পাওয়ার ও বায়োলজিক্যাল ফেন্সিং নির্মাণ করা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ২০১৮-১৯ সন হতে বন অধিদপ্তরে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ বন বিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জে ও এসএফএনটিসি এলাকায় ইতোমধ্যে মোট ২৮০৬ হেক্টর বিভিন্ন ধরণের বাগান ও ২০০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে এবং বর্তমান ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭১০ হেক্টর বিভিন্ন প্রজাতির বাগান ও ৫০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজনের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, ২টি রেঞ্জ অফিস, ২টি বিট অফিস, ১টি অফিসার ডরমেটরী ও ৩টি স্টাফ ব্যারাক নিমার্ণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বনায়নের ফলে বিভিন্ন প্রকার পাখিসহ বন্যপ্রাণী ও জীব-বৈচিত্র আগের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুফল প্রকল্পের অধীন সহযোগী বন ব্যবস্থাপনা ও সহব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২৯টি বন সংরক্ষণ গ্রাম (এফসিভি) ও ১১টি গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম (ভিসিএফ) গঠন করা হয়েছে এবং প্রকল্পে নিয়োজিত এনজিও এর মাধ্যমে ২৬৬৬ টি অতি দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক সুবিধা ও বিভিন্ন কর্মমূখী প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ফলে টেকসই বন ও জীবিকা নির্বাহে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্টির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে। তাছাড়া স্থানীয় কমিউনিটিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

ময়মনসিংহ বন বিভাগে সামাজিক বনায়নের সাথে প্রায় ৯,১৬৫ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত রয়েছে। তাদেরকে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৫.০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রতি বছর প্রায় ১০/১২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ আর্থিক সন হতে অন-লাইনে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫.০ কোটি ৬৬.০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

.....০.....